দৈনিক খবর ০৪

তারিখ 12 FEB 1992

শিক্ষক ধর্মঘট ও মন্ত্রীবর্গ

■ কে এম সোবহান ■

সোমবার ১০ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। এই পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঁচাশি হাজার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় তেত্রিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে। এদের মধ্যে অধিকাংশই ঐ ডিগ্রী সম্বল করে জীবিকার সন্ধানে বের হবে। অনেকের জীবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের সমাপ্তি এখানেই। তাদের পরীক্ষার সাফল্যের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের অভিভাবকেরা এবং অনেকের পরিবারের স্বজনরা। এই পরীক্ষার ওপরই নির্ভরশীল তাদের ভবিষ্যৎ। কিন্তু কি পরিস্থিতি তাদের সামনে। বেসরকারী কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকারা ধর্মঘট করেছেন। কেবল ঢাকাতেই একশ' বত্রিশটি পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে একশ' একটিই বেসরকারী কলেজে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা অনুযায়ী জেলা এবং উপজেলায় (যদিও উপজেলা বলে এখন কোন ইউনিট থাকার কথা নয়) সরকারী কর্মকর্তারা পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে গার্ডের কাজ করছেন। সরকার জানিয়েছে যে, পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। খবরে প্রকাশ, সরকারী শিক্ষকরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। পত্রিকায় ছবি বেরিয়েছে নকল করার। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে যেয়ে পুলিশ যে নীতি অনুসরণ করে, পরীক্ষার হলেও তাই করছে বলে প্রকাশ। এর সঙ্গে এসেছে পরিবহন ধর্মঘট। সারাদেশে বাস-ট্রাক মালিক সমিতি তাদের দাবীর ভিত্তিতে ধর্মঘট করেছেন, এতে পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগ আরো বেড়েছে। শিক্ষকরা ধর্মঘট করছেন জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখ থেকে অর্থাৎ এই পরীক্ষা সম্পর্কে সরকারের চিন্তা-ভাবনা আগে থেকেই করা উচিত ছিল। যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা কতখানি সফল হবে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকাই স্বাভাবিক। পরীক্ষার খাতাও কি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশেরা পরীক্ষা করবে এবং নম্বর দেবে। সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের নির্ধারিত কাজ করেই কুলাতে পারেন না সে জায়গায় সারাদিন পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যস্ত থাকলে তাদের দৈনন্দিন দায়িত্ব কে পালন করবেন? সরকারী কর্মচারী এবং কর্মকর্তারা নিজেদের কাজে যে শৈথিল্য দেখান তা অত্যন্ত সুবিদিত। সেই একই শৈথিল্য যদি পরীক্ষা কেন্দ্রেও তারা নিয়ে যান তাহলে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্ররা এবং পরোক্ষভাবে হবে দেশ। পরিবহন ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত যে অবস্থা তার কারণে যদি একটি ছাত্রও ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার নৈতিক দায়িত্ব হবে সরকারের।

শিক্ষকরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, শিক্ষকদের দাবী মেটাতে প্রয়োজন ১২২ থেকে ১২৫ কোটি টাকা। এই টাকা নোট ছাপানো ছাড়া আর অন্য কোনভাবে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। নোট ছাপালে মুদ্রাস্ফীতি হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু নোট ছাপানোর আগেই যে ১০ থেকে ১২ ভাগ মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, তা শিক্ষামন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী বন্ধ করতে সক্ষম হননি। শিক্ষকদের দাবীর প্রতি সরকারের সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়নি। বরং লক্ষ্য করা গেছে একটা উপেক্ষার ভাব। শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং তাদের ওপরই নির্ভর করে একটি জাতির ভবিষ্যৎ। দীর্ঘ দুই সপ্তাহ পরে গত ৮ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষামন্ত্রী এবং অন্য দু'জন কেবিনেট মন্ত্রী এবং একজন প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর আহবানে শিক্ষকদের তিনটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন প্রথমবারের মত আলোচনায় বসেন। শিক্ষামন্ত্রী ডিগ্রী পরীক্ষা নেয়ার জন্য বলেন কিন্তু শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে যেসব যুক্তি দেখান তা নেহাতই মামুলী। একটি নির্বাচিত সরকার শিক্ষকদের সম্পর্কে সহনশীল হবেন এটাই প্রত্যাশা। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, "দেশে অনেক লোক বেকার আছে। আমরা আশা করব আপনারা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করবেন না।" দেশে অনেক লোক বেকার আছে বলে কি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, বর্তমান শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করে বেকারদের শিক্ষক নিযুক্ত করবেন। শিক্ষকদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট না করার কথা বলেছেন এবং সেটার মধ্যেও কিছুটা হুমকির সুর আছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই কঠোর মনোভাবের মন্ত্রী বলে পরিচয় দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের কাছ থেকে তার এই কঠোর উক্তির কোন প্রতিবাদ আসেনি। কিন্তু এই হুমকি তিনি দিতে পারছেন না পরিবহন ধর্মঘটের ক্ষেত্রে। সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট হচ্ছে। দু'দিন ধর্মঘট চলাকালে পুলিশ প্রহরাতেও বিআরটিসি'র বাস নির্বিঘ্নে চালান সম্ভব হয়নি। গাড়ী ভাংচুর হয়েছে। ঢাকার একটু বাইরে প্রাইভেট কারের গতিরোধ করছে পরিবহন শ্রমিক নামধারী চাঁদাবাজরা। তারা পরিবহন ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর কথা বলে প্রাইভেট গাড়ী বন্ধ রাখার জন্য চাপ দিচ্ছে কিন্তু তাদের নির্ধারিত চাঁদা দিয়ে দিলে গাড়ী ছেড়ে দিচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ কথা নিশ্চয়ই জানে কিন্তু এর বিরুদ্ধে না নেয়া হয়েছে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ, না হুমকি। উচ্ছৃংখল শ্রমিকদের কাছে, চাঁদাবাজদের কাছে, চোরাচালানীদের কাছে, সন্ত্রাসীদের কাছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিজেদের বড় দুর্বল মনে করে। সেখানে কোন হুমকি দেয়া হলে তার প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে, যেমন করেছে চোরাচালানীরা।

১৯৮৬ সালে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল। শিক্ষকদের নেতা-নেত্রীদের গ্রেফতার করেছিল এবং আটক রেখেছিল বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে। তখন এসএসসি পরীক্ষাও সরকার বিকল্প ব্যবস্থায় নেয়ার কথা বলেছেন কিন্তু পরীক্ষা নিতে যেয়ে অনেক জায়গায় গোলযোগ বেধেছিল এবং সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা হয়নি। শিক্ষকরা বলেছেন এটা তাদের অস্তিত্বের জন্য লড়াই। বাজেটের কথা বলে শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু ইদানীংকালে দেখা গেছে, যাঁরা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁরা সংসদে যাবার এক বছরের মধ্যেই নিজেদের ভাতা, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, রাষ্ট্রপতি সকলেরই বেতন বৃদ্ধি করেছেন। জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের বেতন বাড়াতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি, একবারও চিন্তা করেননি যে যাঁদের ভোটে তাঁরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন তাঁদের কোনরকম আর্থিক সুবিধা করে দেবার আগেই নিজেদের আর্থিক সুবিধা করে নেয়া অনৈতিক কি না? দ্রব্যমূল্য প্রতিদিন উর্ধ্বমুখী হচ্ছে তা থামাবার কোন ব্যবস্থাই তাঁরা নিতে পারছেন না। অথচ সেই অব্যবস্থার শিকার হয়ে যখন শিক্ষকরা বাধ্য হচ্ছেন ধর্মঘটে যেতে তখন শিক্ষামন্ত্রী মুদ্রাস্ফীতির কথা বলছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেকারদের দেখাচ্ছেন, আইন-শৃংখলার নামে পরোক্ষভাবে হুমকি দিচ্ছেন।

সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী সমর্থন জানিয়েছেন শিক্ষকদের দাবীকে। তিনি ছাত্রদের কল্যাণে অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবী মেনে নেয়ার কথা বলেছেন। শিক্ষকরা বিগত স্বৈরাচারী আন্দোলনে জনগণের সঙ্গে আন্দোলন করেছিলেন। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে তাঁরা সহায়তা করেছিলেন। গণভোটেও তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অথচ তাঁদের দাবী-দাওয়া নিয়ে আলোচনা পর্যন্ত করেননি শিক্ষামন্ত্রী।

৫ খবর

এরশাদ সরকার শিক্ষকদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল, নিজস্ব শিক্ষক সমিতি গঠন করে তাঁদের উপর কৃপাবর্ষণ করে অন্য সংগঠনের শিক্ষকদের প্রতি নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা করেছিল। বিরোধী দলের নেত্রী বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ৬টি এস্টাব্লিশমেন্টের জন্য টাকা খরচ করতে পারেন আর শিক্ষকদের সম্মানজনকভাবে বাঁচার অধিকার মানতে রাজী নন। তিনি আরও বলেছেন, এরশাদ সরকার পুলিশ দিয়ে পরীক্ষা নিয়েছিল; সেই একই কাজ যদি বর্তমান সরকার করে তাহলে তা হবে অত্যন্ত লজ্জাজনক। বিরোধী দলের নেত্রীর কথা সরকার ভেবে দেখবেন কি?

সংসদের উপনেতা বলেছেন যে, 'দেশের সম্পদ সীমিত। কোন স্টাফ দেয়ার জন্য বা কোন মহলকে খুশী করার জন্য সরকার কোন সিদ্ধান্ত নেবে না।' নেয়া উচিতও নয়, কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত কতগুলো স্টাফ দিয়েছে তার কথা বোধকরি উপনেতা বিস্মৃত হয়েছেন। দেশে আরও ৫টি মেডিকেল কলেজ করার কথা সরকার বলেছে। একটি হিসাবে সরকার বলেছে যে, বর্তমান মেডিকেল কলেজগুলোতে ৪০ জন অধ্যাপক নেই। বর্তমানে যে কলেজগুলোতে শিক্ষক নেই তার সঙ্গে যদি আরও ৫টি যোগ হয় তাহলে শিক্ষক কোথা থেকে আসবে? জেঃ জিয়া ফরিদপুরে একটি মেডিকেল কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তা সেই অবস্থাতেই আছে আজও। শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া পূরণ না করলে কোন্ ছাত্রদের নিয়ে মেডিকেল কলেজ চালু করা হবে? শিক্ষকদের দাবী যেমন নাকচ করা হয়নি, তেমনি গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়নি। অবিলম্বে সরকার শিক্ষকদের দাবীর কথা বিবেচনায় নিয়ে এ ধর্মঘট শেষ করুক এটাই জনগণ আশা করে।